দৈনিক জনকণ্ঠ

33

তারিখ ... FEB 23.2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...2...

১৮৯ দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস– জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

আশরাফুল ইসলাম, *জাতিসংঘ থেকে*

সোমবার নিউইর্য়কে জাতিসংঘ সদর দফতরে মোট ১৮৯ দেশের সদস্যদের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি সারা বিশ্বে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষিত হলো, জাতিসংঘের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং-এ জাতিসংঘ মহাসচিব কোফি আনানের অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রধান মুখপাত্র ফ্রেড একহার্ট জাতিসংঘের প্রেস হলে উপস্থিত বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের স্মরণ করিয়ে দিলেন ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালিত হবে। মহাসচিব কোফি আনান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফরে ছিলেন। সেখান থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে তাঁর দেয়া বাণীর অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দিয়ে জাতিসংঘ মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেন, প্রতিটি জাতির জন্য মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম এবং একটি জাতির নিজস্ব সত্তা ও পরিচয়ের জন্য মাতৃভাষা অপরিহার্য। মহাসচিবের বাণীর উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

১৮৯ দেশে একুশে

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্বে প্রায় ৬ হাজার মাতৃভাষার মধ্যে অনেক ভাষার আজ বিলুপ্তি ঘটতে যাচ্ছে এবং অনেক জাতির ভাষা বিভিন্ন কারণে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্বের এই বিভিন্ন ভাষার ভাণ্ডার রক্ষা করা জাতিসংঘের গুরুদায়িত্ব। নতুন শতাব্দীর প্রতিশ্রুতি হোক প্রতিটি জাতি তাঁর নিজ নিজ মাতৃভাষার গর্ব নিয়ে বিশ্বসমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমাজের উন্নতির জন্য যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে। মহাসচিব আনানের দেয়া বাণীতে এবং মুখপাত্রের ব্রিফিং-এ সদ্য ঘোষিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কোন উল্লেখ না থাকলেও সাংবাদিকদের অবগতির জন্য মুখপাত্রের ব্রিফিং-এর লিখিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে "The date 21 Feb. is in honour of the 1952 massacre of Bengali speakers in (then) Esat Pakistan. Bangladesh was the nation that pushed for this occasion."

সোমবার নিউইর্য়ক, জেনেভা, রোম, প্যারিসসহ জাতিসংঘের বিভিন্ন দফতরে এবং ইউনেসকো হেড কোয়ার্টাসে দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম স্বীকৃতি পেল। প্রেস ব্রিফিং এবং মহাসচিবের বাণী ছাড়া জাতিসংঘে এই দিবসের জন্য কোনও আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। কোন বিদেশী পত্র-পত্রিকায় তেমনভাবে প্রচার হয়নি দিবসটি। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা আইপিএস তাদের খবরে এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি ইউনেসকো কিভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিয়েছে তার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির সামান্য ইতিহাস ও ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে, ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছিল তাঁদের ত্যাগের উপর ভিত্তি করে দুই দশক পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ ধরে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। এতে '৫২-র শহীদদের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা সৈনিক বলে সম্মান করা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সূচনালগ্নে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট না আসলেও আগামীতে এই দিনটি যখন উদযাপিত হবে তখন পহেলা মে বিশ্ব শ্রমিক দিবসের শিকাগোর শ্রমিকদের আত্মাহুতির মতো '৫২ র ঢাকার রাজপথের শহীদদের প্রসঙ্গ ভাষা দিবসের ইতিহাসে নিশ্চয় স্থান পাবে। বাংলা ভাষার শহীদদের রক্ত ও ত্যাগ আজ আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত হয়েছে বিশ্ব সমাজে। জাতিসংঘের একজন বিদেশী সাংবাদিক ব্রিফিং-এর পর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘ মিশনের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে লাইব্রেরির পাশে অবস্থিত দ্যাগহ্যামারশোল্ড অডিটরিয়ামে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হলে কূটনৈতিক মহলে দিবসটি আরও সমাদৃত ও প্রচারিত হতো। সাংবাদিকদের মন্তব্য, 'ইউ বাংলাদেশ লস্ট দ্য মোমেনটাস'। বাংলাদেশ মিশনের জাতিসংঘে এমন সমাবেশ আয়োজন করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। শুধু ইচ্ছার অভাবে হয়নি।

রবিবার নিউইর্য়ক ও বাঙালী অধ্যুষিত অন্যান্য বড় মার্কিন শহরে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে প্রবাসীরা ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষে নিউইর্য়কে জাতিসংঘের সামনে এবং কুইনসের এস্টোরিয়া এলাকায় দুইটি পৃথক স্থানে প্রবাসী বাংলাদেশীরা স্থানীয় পার্কে শহীদ মিনার নির্মাণ করে রাত ঠিক ১২টা ১ মিনিটে ফুল দিয়ে শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। বলাবাহুল্য গত নয় বছর ধরে নিউইর্য়কের বাঙালীর চেতনামঞ্চ ও মুক্তধারা জাতিসংঘের সামনে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস পালনের আয়োজন করে আসছে। তবে এই বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষিত হবার কারণে আমেজ এবং আনন্দ গর্ব ছিল ভিন্ন স্বাদের। একইদিন একই সময় তিনটি পৃথক জায়গায় শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পণের ব্যবস্থা করার কারণে জনসমাবেশ তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন সস্ত্রীক এবারকার অনুষ্ঠানগুলোতে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি ছিলেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত একেএম শেহাবুদ্দীন ওয়াশিংটন থেকে এসেছিলেন এবং জাতিসংঘ মিশনের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত একে চৌধুরী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ও শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রা অনুষ্ঠান হয় এবং বিশেষ সঙ্কলন বের করা হয় শহীদ দিবস উপলক্ষে। বহুল প্রচারিত নিউইর্য়কের একটি বাংলা পত্রিকায় গত সপ্তাহে খবর হয়েছিল এবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নিউইর্য়কে জাতিসংঘের সদর দফতরের সামনে নির্মিত শহীদ মিনারে অংশ নেবেন অন্তত ১২টি দেশের রাষ্ট্রদূত। এই খবর পড়ে অনেকে বরফ ঢাকাপথ ও কনকনে শীত উপেক্ষা করে রাত ১২টায় জাতিসংঘে সপরিবারে উপস্থিত হয়ে একজন বিদেশী কূটনীতিককেও দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে ঘরে ফিরেছেন। এই ব্যর্থতার জন্য বাংলাদেশ মিশনকে দায়ী করা হয়েছে। তার চেয়ে বেশি অবাক ও বিস্মিত হয়েছে জেনে যে জাতিসংঘের বাংলাদেশ মিশন একুশে উপলক্ষে সোমবার ছুটির দিন ঘোষণা করার অভ্যন্তরীণ সার্কুলারটি পর্যন্ত ইংরেজীতে লিখে নোটিস জারি করেছে। জাতিসংঘে মাতৃভাষা দিবস আর শহীদ দিবসের নোটিস বাংলাদেশ মিশনে ইংরেজীতে লেখা হয়। শহীদদের প্রতি সম্মানের এই নমুনা!